اتحاد علماء المدارس القومية بولا

ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল ক্বওমিয়া ভোলা
এর
পরিচিতি ও গঠনতন্ত্র

ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল ক্বাওমিয়া ভোলা।

(আঞ্চলিক ক্বওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ভোলা)

কার্যালায় ঃ
জামি'আ গাফুরিয়া আশ্রাফুল উলুম
জয়নগর, বাংলাবাজার, দৌলতখান, ভোলা।

যোগাযোগ ঃ ০১৭২৪-১২৪১১৩ / ০১৭১১-৭০৮৮৯১ / ০১৭৩৬-২৭৩১৬৭

প্রকাশক

ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল ক্বাওমিয়া ভোলা।

সম্পাদনায়

মোঃ আবুল বাশার

দপ্তর সম্পাদক

ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল ক্বাওমিয়া ভোলা।

মোবাইল নং- ০১৭২৪-১২৪১১৩

প্রকাশ কাল

১০/০৫/২০১৩ ইংরেজি

..... হিজরী

..... বাংলা

ভুমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার , যিনি আসমানী কিতাব অবতরণ করে ইলমে ওয়াহীর ফল্গু ধারায় অভিসিক্ত করেছেন বনী আদমকে। সালাত ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যিনি ওহীয়ে ইলাহী তথা ইলমে নবুয়্যতের আলোকে বিশ্ব মানুষকে প্রদর্শন করেছেন সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথ।

আদর্শ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। মেরুদন্ডহীন প্রাণী যেমন অচল, শিক্ষাবিহীন জাতি তেমনই অচল বা লক্ষ্যভ্রষ্ট। আর লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতি কখনই মানজিলে মাকসাদে পৌছতে পারে না। বড়ই পরিতাপের বিষয় আজ মুসলিম জাতির কাছে ইসলামী শিক্ষার গুরত্ব নেই বললেই চলে। মুসলিম জাতি বিজাতীয়, পাশ্চাত্য, ধর্মহীন শিক্ষার ষড়যন্ত্রের শিকার। যার কারনে হ্রাস পাচ্ছে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে নাস্তিক্য বাদী ধর্মহীন শিক্ষার প্রভাব। ফলে মুসলিম জাতি নিজেদের গৌরব ও আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনিত হয়েছে।

হক ও বাতিলের লীলা ক্ষেত্র এই পৃথিবী। আবহমান কাল থেকেই হক ও বাতিলের সংঘাত চলে আসছে এখানে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত ঈমান আক্বিদা বিধংশী মতবাদ তথা খৃষ্টবাদ, শিয়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ, তথা কথিত আহলে হাদিছ মতবাদ ও ধর্মহীন এনজিওদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে পথভ্রষ্ট ও বিপর্যস্ত করার জন্য বিভিন্ন মুখী ষরযন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বাতিল শক্তি যে পদ্ধতিতে মুসলিম জাতির ক্ষতি সাধন করছে। তারই বিকল্প পদ্ধতি আবিস্কার করে বাতিল শক্তির পূর্ণ মোকাবেলা করতে হবে। এরই প্রেক্ষাপটে বিশুদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম জাতির পার্থিব পরলৌকিক শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কুতুবে আলম হাজী এমদাদ উল্যাহ মুহাজিরে মুক্কী (রহঃ) এর পৃষ্ঠপোষকতায় হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাশেম নানুতুবী (রহঃ) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদায় প্রণিত ৮ দফা নীতিমালা অনুযায়ী একবিশ্ব ঐতিহ্যবাহী ইলহামী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারা চালু করেন, যার নাম **"দারুল উলুম দেওবন্দ"** এই ঐতিহ্যবাহী দারুল উলুম দেওবন্দ এর অনুকরণে বিশ্বের অনেক দেশে অগনিত শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়ে আসছে। উক্ত দারুল উলুম দেওবন্দের নীতিমালা অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা সমুহের হকপন্থি ওলামাকেরামের সমন্বয়ে ভোলা জেলার সকল ক্বওমী মাদ্‌রাসাকে এক সুত্রে গ্রথিত করার সু-মহান লক্ষ্যে **"ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল ক্বাওমিয়া ভোলা "** নামে সংগঠনটি **২১** অক্টোবর **১৯৮৭** ইং তারিখে হযরত মাওঃ জালাল আহ্‌মদ (রহঃ) এর নেতৃত্বে আত্নপ্রকাশ ঘটে। অত্র সংগঠন কর্তৃক পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান গুলোর পাঠ্য সূচী প্রদান, বার্ষিক কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহন ও সনদ প্রদান , শিক্ষক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাকরণ, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ নিরক্ষন (অডিট) সহ প্রতিষ্ঠান গুলোর সার্বিক তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন অত্র ইত্তেহাদ প্রতিষ্টালগ্ন থেকে করে আসছে । আলহামদুলিল্লাহ ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল কাওমিয়া তার সু-মহান লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সামনে রেখে অগ্রগতির দিকে চলছে। বিগত **১৯/০৩/২০১২**ইং তারিখের মজলিসে শুরার সভায় ইত্তেহাদের গঠনতন্ত্রটি সংযোজন ও পরিবর্তন করার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক **১০/০৫/২০১৩ ইং** তারিখে অত্র গঠনতন্তটি সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয় । পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ এই যে, আল্লাহ তাআলা একমাত্র দ্বীনের জন্য আমাদের এ সংগঠনকে কবুল করুন আমীন।

গঠনতন্ত্র

নাম করণঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানের নাম হবে **" ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল ক্বাওমিয়া ভোলা।"** সংক্ষেপে একে **" ইত্তেহাদ"** বলা যাবে। বাংলায় এর প্রতিনাম হবে **" আঞ্চলিক ক্বওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ভোলা।"**

অন্য ভাষায় এর মূল নামই ব্যবহার করা হবে।

কর্ম অঞ্চলের পরিধিঃ

এই সংস্থার কার্যক্রমের পরিধি হবে সমগ্র ভোলা জেলা এলাকা। তবে প্রয়োজনে বহির্জেলায় ও এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা যাবে।

মূলনীতি

✸ তাওহিদে খালেছ ✸ ইত্তেবায়ে রাসুল (সাঃ) ✸ তায়াল্লুক মায়াল্লাহ ✸ ইলায়ে কালিমাতিল্লাহ

আদর্শিক দৃষ্টি ভঙ্গি ঃ

এই প্রতিষ্ঠান কুরআন,সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনাদর্শের আলোকে গড়ে উঠা ইসলামী ভাবাদর্শের পূর্ণ অনুসারী থাকবে" মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী" (আমি ও আমার সাহাবীরা যে মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত) এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাবেঈন,তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, সুলাহায়ে উম্মাত তথা আহলুস্‌সুন্নাত ওয়াল জামাতের চিন্তা ধারার উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সকল হক পন্থী মাজহাব ও দল-মতের প্রতি উদার ও সহনশীল মানসিকতা পোষন করবে। আধ্যাত্মধারায় সুফীবাদের অনুসরণে স্বীকৃত চার আধ্যাত্মধারা যথা- চিশতীয়া,ক্বাদেরিয়া,নকলবন্দীয়া,মুজাদ্দেদীয়াহ ও তাদের অনুসারী কু সংস্কার মুক্ত সকল দল-মতের প্রতি উদার ও সহনশীল মনোভাব পোষন করবে। আক্বিদাগত দিক থেকে আবুল হাসান আশ্‌আরী ও ইমাম মাতুরিদীর ব্যাখ্যার আলোকে গড়ে উঠা আক্বাইদে বিশ্বাসী থাকবে। চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে শাহ্ ওয়ালী উল্যাহ(রাহঃ) এর চিন্তা ধারার আলোকে গড়ে উঠা চিন্তা চেতননার আলোকে আকাবির ও ওলামায়ে দেওবন্দের অনুসৃত নীতি ও আদর্শকে মেনে চলবে। অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল সিদ্ধান্ত ফিক্বহে হানাফীর আলোকে গৃহীত হবে।

ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল ক্বাওমিয়া ভোলা।

এর

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

০১. ক্বওমী মাদ্‌রাসা সমুহের শিক্ষারমান উন্নয়নসহ আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুল (সাঃ) এর প্রদর্শিত বিধান মতে সকল প্রকার দ্বীনি কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে ছহি আক্বিদার ভিত্তিতে এবং আকাবেরে দেওবন্দের মাছলাক অনুযায়ী পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক উহার আলোকে মানব জীবনের সর্বস্তরে বিন্যাশ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

০২. অত্র প্রতিষ্ঠানের আদর্শিক দৃষ্ঠিভঙ্গীর আওতাভূক্ত দ্বীনি তালীম ও তারবিয়াতের সুমহান দ্বায়িত্বে নিয়োজিত ক্বওমী মাদ্‌রাসা সমুহকে ইত্তেহাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা। দ্বীনের হিফাজত,

ইশাআত,তাবলীগ ও এলায়ে কালিমাতিল্লাহর সুমহান দ্বায়িত্ব আঞ্জাম দানের লক্ষ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি, হৃদ্যতা ও সহানুভূতির চেতনা জাগ্রত করা।

কর্মসূচি

০১. ইত্তেহাদের অন্তর্ভূক্ত সকল মাদ্‌রাসার তালিম তারবিয়াতের মান্নোন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠ সেলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সিলেবাস সংস্কার ও প্রয়োজনিয় কিতাবাদী প্রণয়ন কিংবা নির্বাচন করা ।

০২. তালিম তারবিয়াতের মান যাছাইয়ের জন্য অন্তর্ভূক্ত প্রতিষ্টান সমূহ পরিদর্শন ও কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহণ।

০৩. শিক্ষার মান উন্নয়ন কল্পে তালিমের সঠিক পদ্ধতি ও শিক্ষকগণের প্রশিক্ষন, সেমিনার, আলোচনা সভা এবং আত্মশুদ্ধির ব্যাবস্থা করা।

০৪. ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও ভর্তি, স্থানান্তরের নীতি নির্ধারণ, সমকালীন সকল বাতিল সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করার যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং ছাত্রদেরকে এ সকল ফিতনা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও দিক নির্দেশনা দান করা।

০৫. ইত্তেহাদ ভূক্ত মাদ্‌রাসা সমূহের যে কোন মাদ্‌রাসা আকাবেরে দেওবন্দের মাছলাখের খেলাপ বা আমানতের খেয়ানত কিংবা পরিচালনায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে উহা প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

০৬. আল্লাহ জমিনে সর্বস্তরে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান ও মাল কোরবানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

০৭. সমাজ কল্যাণ মূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও কেন্দ্রীয় এবং থানা পর্যায়ে দ্বীনি সভার আয়োজন করা ও ইত্তেহাদভূক্ত ক্ষতিগ্রস্থ সাথীদের সহানুভূতি করা।

০৮. শরিয়ত বিরোধী সকল প্রকার কার্যকলাপ শরিয়ত সম্মত কায়দায় প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার পক্ষে জোড়ালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

০৯. ইত্তেহাদভূক্ত সকল মাদ্‌রাসা সমূহ সুন্নাত মোতাবেক চলা ও পরিচালনার উপর তাকিদ এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

১০. বিষয় ভিত্তিক যোগ্যব্যক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিষয় ভিত্তিক গবেষনা মূলক উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১. ইত্তেহাদের অন্তর্ভূক্ত মাদ্‌রাসা সমূহ যাহাতে সরকারী সাহায্যাদি পাওয়ারই প্রত্যাশি না হয় তৎমর্মে উহার প্রত্যাশি মাদ্‌রাসা সমূহকে পরামর্শ প্রদান করা।

১২. জনগনের সামনে ক্বওমী মাদ্‌রাসার খিদমাত, অবদান ও নিঃস্বার্থবাদীতার বিষয়টি পরিস্কার ভাবে তুলে ধরা। যাতে জনগন বুঝতে পারে যে, এ ক্বওমী মাদ্‌রাসাই একনিষ্ট ভাবে ধর্মীয় খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচেছ এবং সকল প্রকার লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে নিংস্বর্থভাবে দ্বীনের সঠিক দিক নির্দেশন দিয়ে যাচ্ছে ।

এ সব কিছুর পেছনে মূল উদ্দেশ্য হল ইলমে ওয়াহী ও ইলমে নবুয়্যতের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান চর্চার পথ উম্মুক্ত করা এবং ইসলামী শিক্ষা ও তাহজীব তামাদ্দুনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ তাআলার অভিমুখী করা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ করা ও সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনতার নিকট দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সমূহ পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালিন কামিয়াবী হাসিল করা।

সাংগঠনিক অবকাঠামো

এই ইত্তেহাদ সুচারুরূপে পরিচালানার জন্য সর্বমোট তিনটি মজলিস বা পরিষদ থাকবে।

০১. মজলিসে উমুমী বা সাধারণ পরিষদ।

০২. মজলিসে শুরা বা উপদেষ্টা পরিষদ।

০৩. থানা মজলিসে আমেলা বা থানা কার্যনির্বাহী পরিষদ।

গঠনপদ্ধতি ঃ

০১. মজলিসে উমুমীঃ অত্র ইত্তেহাদের অন্তর্ভূক্ত মাদ্‌রাসা সমূহের শিক্ষকবৃন্দ এবং দেওবন্দের মাছলাকে বিশ্বাসী ওলামাগণ মজলিসে উমুমীর সদস্য বলে গন্য হবে। মজলিসে শুরার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে যথাক্রমে উক্ত পরিষদের সভাপতি ও সদস্য সচিব থাকবেন। বাকী সকলে সাধারণ সদস্য বলে গন্য হবে।

০২. মজলিসে শুরাঃ মজলিসের উমুমীর বৈঠকে মজলিসে উমুমীর সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে মজলিসে শুরা গঠিত হবে। উক্ত মজলিসের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্য **৩১ জন** পর্যন্ত হতে পারবে এবং সর্বনিম্ব **২১ জন** হবে। অত্র মজলিসের পদ বিন্যাস নিম্বরূপ হবে।

*** সভাপতি ঃ**	**১জন**
*** সহ সভাপতি ঃ**	**২জন**
*** সাধারন সম্পাদক ঃ**	**১জন**
*** সহকারি সম্পাদক ঃ**	**১জন**
*** কোষাধ্যক্ষ ঃ**	**১জন**
*** দপ্তর সম্পাদক ঃ**	**১জন**
*** সহকারি দপ্তর সম্পাদক ঃ**	**১ জন**
*** পরিদর্শন সম্পাদক ঃ**	**১ জন**
*** সহকারি পরিদর্শন সম্পাদক ঃ**	**১ জন**
*** প্রশিক্ষন সম্পাদক ঃ**	**১ জন**
*** প্রশাসনিক সম্পাদক ঃ**	**১ জন**
*** তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক ঃ**	**১ জন**
*** প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ**	**১ জন**
*** সহকারি প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ**	**১ জন**
*** সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ**	**১ জন**

অবশিষ্ঠ সকলে সাধারণ সদস্য বলে গণ্য হবেন।

০৩. থানা মজলিসে আমেলা ঃ পদাধিকার বলে প্রত্যেক থানার অন্তর্গত ইত্তেহাদভূক্ত মাদ্‌রাসা সমূহের মুহ্‌তামিমগণের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত পরিষদ গঠিত হবে। প্রয়োজনে উক্ত থানার মজলিসে উমুমীর সদস্যদেরকে ও উক্ত পরিষদের সদস্য করা যাবে।

অত্র মজলিসের পদ বিন্যাস নিম্নরূপ হবে।

*** সভাপতি ঃ ১ জন**
*** সহ-সভাপতি ঃ ১ জন**
*** সম্পাদক ঃ ১ জন**
*** সহ সম্পাদক ঃ ১ জন**
*** পরিদর্শন সম্পাদক ঃ ১ জন**
*** ক্যাশিয়ার ঃ ১ জন**
*** দপ্তর সম্পাদকঃ ১ জন**
*** প্রচার সম্পাদক ঃ ১ জন**
*** সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ ১ জন**

বাকী সকল মাদ্‌রাসার মুহতামিমগণ অত্র মজলিসের সদস্য থাকবে। উল্লেখ্য যে অত্র মজলিসের সভাপতি এবং সম্পাদক অথবা দু জনের একজন মজলিসে শুরার সদস্য হতে হবে।

মজলিস সমূহের সদস্যগণের যোগ্যতা

(ক) মজলিসে উমুমী ঃ যেহেতু মাদ্‌রাসা সমূহের শিক্ষকগণ এবং দেওবন্দের মাছলাকে বিশ্বাসী ওলামাগণ অত্র ইত্তেহাদের সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন। অতএব এটিই তার প্রাথমিক যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। এতদসঙ্গে সদস্যদেরকে অবশ্যই ইত্তেহাদের চিন্তা চেতনা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কোন দায়ীত্ব অর্পন করা হলে তা পালনের জন্য উদ্যমী ও ইত্তেহাদকে কামিয়াব করার জন্য সদা তৎপর থাকতে হবে।

(খ) মজলিসে শুরা ঃ সাধারণ সদস্যদের মাঝথেকে যারা বাআমল আলেম, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, আসলাফের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান, ধৈয্য ও স্থৈর্যের অধিকারী, গভীর বিবেচনা শক্তির অধিকারী, ইত্তেহাদের লক্ষ্য উদ্দেশের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ও এর বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আলেম ও ওলামাগনের নিকট আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধাভাজন এবং কোন আহ্‌লুল্লাহর সঙ্গে নেসবত রাখেন এ মন ব্যক্তিগণই মজলিসে শুরার সদস্য হবার যোগ্যবলে বিবেচিত হবেন।

(গ) থানা মজলিসে আমেলাঃ সাধারণ সদস্য/মোহতামিমগণের মাঝ থেকে যারা আকাবির ও আসলাফের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, তাহাদের নীতি আদর্শের অনুসারী আমানতদার, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, কর্মঠ ও পরিশ্রমী, ইত্তেহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে একমত, তা বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আলেম ওলামাগণের নিকট আস্থাভাজন, শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা রাখেন এ ধরনের ব্যক্তিরাই থানা মজলিসে আমেলার সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

মজলিস সমূহের অধিবেশন ঃ

১. মজলিসে উমুমী ঃ দুই বছরে কমপক্ষে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে একাধিক অধিবেশন আহবান করা যাবে।

২. মজলিসে শুরাঃ বছরে কমপক্ষে পাঁচটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে , প্রয়োজনে তদুর্ধ্ব অধিবেশন আহ্‌বান করা যাবে।

৩. থানা মজলিসে আমেলা ঃ প্রতি মাসে একটি অধিবেশন মাদ্‌রাসা ভিত্তিক /সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে আরো বেশী অধিবেশন আহবান করা যাবে।

কার্যকাল

সকল মজলিসেরই কার্যকাল হবে ৫ (পাঁচ) বৎসর

কোরাম

কোরাম পূর্ণ হওয়ার জন্য **উমুমীর** মোট সদস্যের এক চতুর্থাংশের, **শুরা** মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের ও **থানা আমেলার** মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের উপস্থিতি জরুরী হবে। তবে গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য মজলিসে শুরার দুই তৃতীংশের উপস্থিতি জরুরী হবে। উমুমীর যে সভায় শুরা ও আমেলা গঠন করা হবে তাতে উমুমীর মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের উপস্থিতি জরুরী হবে। কোরাম পূর্ণ না হলে অধিবেশন মুলতবী ঘোষনা করতে হবে। কোরাম পূর্ণ না হওয়ার কারণে মুলতবী কৃত মিটিং পুনঃ আহবান করা হলে তাতে কোরাম পূর্ণ হওয়ার শর্ত থাকবে না। তবে উক্ত মিটিংয়ের নোটিশে পূর্ব মিটিং এ কোরাম পূর্ণ না হবার কারনে মুলতবী করা হয়েছিল এ কথা উল্লেখ থাকতে হবে।

মজলিসে উমুমীর সাধারণ সভার তারিখ **১**মাস পূর্বে, **মজলিসে শুরার** সাধারণ সভার নোটিশ **১০** দিন পূর্বে ও জরুরী মিটিং এর তারিখ ৩ দিন পূর্বে এবং **থানা মজলিসে আমেলার** সভার নোটিশ ৭ দিন পূর্বে আর জরুরী সভার তারিখ ৩দিন পূর্বে দিতে হবে।

মজলিস সমূহের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(ক) মজলিসে উমুমী ঃ মজলিসে উমুমী অত্র বোর্ডের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত হবে।

তাদের দায়ীত্ব হবে নিম্নরূপ ঃ

০১. মজলিসে শুরা ও থানা মজলিসে আমেলার সদস্য নির্বাচন।
০২. গঠনতন্ত্রের সংশোধনীর অনুমোদন দান।
০৩. ইত্তেহাদের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য সু-নির্ধারিত পরামর্শ দান।
০৪. আয়-ব্যয়ের অনুমতি দান।
০৫. ইত্তেহাদের কার্যক্রমকে সুগঠিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা দান।
০৬. ইত্তেহাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সর্বান্তকরণে প্রচেষ্টা চালানো।

(খ) মজলিসে শুরা ঃ মজলিসে শুরা হবে নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা সম্পন্ন উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মজলিস।

এই মজলিসের দায়ীত্ব হবে নিম্নরূপ ঃ

০১. ইত্তেহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও তার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অত্র বোর্ডের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গঠনতন্ত্রের আলোকে নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন।
০২. থানা মজলিসে আমেলাকে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা দান।
০৩. থানা মজলিসে আমেলার পক্ষ থেকে পেশকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রস্তাবাদী ও সুপারিশ মালা বিবেচনা ও পরীক্ষা কতরঃ মঞ্জুরী দান।
০৪. প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র সংশোধন ও সংযোজন ও পরে মজলিসে উমুমী থেকে তার অনুমোদন।
০৫. মজলিসে উমুমী কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করণের যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৬. ইত্তেহাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং শৃংখলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

০৭. কোন সদস্যের ব্যাপারে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হলে কিংবা অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক গঠণতন্ত্র মোতাবেক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা।

০৮. অধিনস্থ বিভাগ ও থানা মাদ্‌রাসা সমূহের সমস্যাবলী নিরসন করা।

০৯. সমকালীন বাতিলের মুকাবালায় বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০. ফেরাকে বাতেলার তথ্য সংগ্রহ করা এবং তাদের মোকাবালা করা।

১১. ইত্তেহাদভূক্ত মাদ্‌রাসা সমূহ পরিদর্শন এবং ইত্তেহাদ কর্তৃক অথবা সরকারি অনুমোদনকৃত অডিট কোম্পানী যথা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক অডিট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২. ইত্তেহাদের তহবীল জোড়দার করার লক্ষ্যে বিভিন্নমূখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(গ) থানা মজলিসে আমেলাঃ

০১. ইত্তেহাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, চিন্তাধারা এবং কর্মসূচী সমূহ বাস্তবায়ন করা ও প্রচার করা।

০২. স্থানীয় মাদ্‌রাসা সমূহের সমস্যাবলী নিরসণ করা।

০৩. পরীক্ষ কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাব পেশ করা।

০৪. পরীক্ষা কেন্দ্র সমূহের তত্ত্বাবধান করা।

০৫. পরিদর্শন কাজের সহযোগিতা দান ও তত্ত্বাবধান করা।

০৬. সকল মাদ্‌রাসায় সকল স্তরে ইত্তেহাদের নেছাব পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার জোড় প্রচেষ্টা চালান।

০৭. মজলিসে শুরা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ও অনুমোদিত সুপারিশ মালা বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

০৮. ছোট বড় সকল স্তরের মাদ্‌রাসাকে ইত্তেহাদভূক্ত করা এবং ঐক্যবদ্ধ করা।

০৯ দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে তাফসির মাহ্‌ফিল/সীরাত মাহ্‌ফিল/মহাসম্মেলন/শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

দায়িত্বশীলদের যোগ্যতা

(ক) সভাপতি ও সহ্ সভাপতির যোগ্যতা ঃ

০১. অত্র বোর্ডের সভাপতিকে অবশ্যই হক্কানী আলেমেদ্বীন, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, বিবেচনা শক্তির অধিকারী, কর্মতৎপর, ইত্তেহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থাশীল ও বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সকল মহলের আস্থা ও শ্রদ্ধাভাজন, হক্কানী কোন বুযুর্গের নিসবাত ওয়ালা, যুগ চাহিদা ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে।

০২. যারা ইত্তেহাদের সভাপতি ও সহ্ সভাপতি হবেন তাদেরকে অবশ্যই ইত্তেহাদভূক্ত ও নিয়মিত ইত্তেহাদের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী মাদ্‌রাসার কোন দ্বায়ীত্বশীল ব্যক্তি হতে হবে।

০৩. ইত্তেহাদের প্রতি আন্তরিক, ইত্তেহাদের হিতাকাঙ্খী, দরদী এবং ইত্তেহাদের প্রতি যাদের ত্যাগ রয়েছে এমন ধরনের ব্যক্তিত্ব হতে হবে।

০৪. কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা বা সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত এ ধরনের ব্যক্তি অত্র বোর্ডের সভাপতি হওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

(খ) সাধারণ সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদকের যোগ্যতা ঃ

০১. যিনি এই বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক হবেন, তাদেরকে অবশ্যই হক্কানী আলেমে দ্বীন, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, ইত্তেহাদের কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং এন্তেজামী দক্ষতা সম্পন্ন, কর্মদক্ষ, কর্মতৎপর, বিবেচনা শক্তির অধিকারী ইত্তেহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে একমত আস্থা ভাজন আকাবির ও আসলাফের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী যুগ চাহিদা সম্পর্কে সচেতন, শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা রাখেন। এ ধরনের ব্যক্তি হতে হবে। কোন বুযুর্গের সাথে নিসবাত ওয়ালা হওয়া বাঞ্চনীয়।

০২. ইত্তেহাদের প্রতি আন্তরিক, হীতাকাংখী, দরদী এবং ইত্তেহাদের জন্য যাদের জানী মালী ত্যাগ ও কুরবানী আছে এমন ধরনের ব্যক্তিত্ব হতে হবে।

০৩. কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা বা সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত নন এমন ধরনের ব্যক্তি হতে হবে।

০৪. সাধারণ সম্পাদককে সার্বক্ষনিক ভাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও অবকাশ থাকতে হবে। তবে সহকারি সম্পাদকের জন্য এই শর্ত অপরিহার্য নয়।

(গ) কোষাধ্যক্ষ ঃ

সদস্য হওয়ার সাধারণ যোগ্যতার সাথে অর্থ সংগ্রহ করার ব্যাপারে দক্ষ এবং হিসাব বিষয়ে ভালো অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(ঘ) প্রচার ও প্রকশনা সম্পাদক ঃ

সদস্য হওয়ার সাধারন যোগ্যতার সাথে সফর ও ভ্রমনে সক্ষম এমন ব্যক্তি হতে হবে।

দায়িত্বশীলগণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

সভাপতি ঃ

(ক) তিনি পদাধিকার বলে ইত্তেহাদের সকল মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) মিটিং এর তারিখ ও এজেন্ডা নির্ধারণ করবেন।

(গ) যথা সময়ে এজেন্ডা মোতাবেক মিটিং শুরু করা, এজেন্ডা বহির্ভূত আলোচনা থেকে সদস্যগণকে বিরত রাখা, প্রয়োজন মত মিটিং মূলতবী করা, এজেন্ডার উপর পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত রায় ঘোষনা করা।

(ঘ) ইত্তেহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের চিন্তা ভাবনা করা।

(ঙ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চিন্তা ভাবনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সহ্ সভাপতি ঃ

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতে সহ সভাপতিগণ পর্যায়ক্রমে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) ইত্তেহাদের উন্নয়ন মূলক কর্মতৎপরতায় সভাপতিকে সহযোগিতা দান করবেন।

(গ) সভাপতি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদক অত্র ইত্তেহাদের প্রধান নির্বাহী দায়িত্বশীল থাকবেন এবং সার্বক্ষনিক হবেন। ইত্তেহাদের সমগ্র সুষ্ঠ পরিচালনা, অগ্রগতি ও উন্নতির প্রচেষ্টা তার অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে।

(খ) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সকল মিটিং এর নোটিশ ও এজেন্ডা প্রস্তুত করা ও সদস্যদের নিকট তা যথা সময়ে প্রেরন করা এবং মিটিং এর রেজুলেশন সমূহ লিপিবদ্ধ করা।

(গ) মজলিসে উমুমী ও শুরার সকল সিদ্ধান্ত যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করার কার্যকরী পদেক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঘ) ইত্তেহাদের সকল বিভাগের কাজের তদারকী করা। অত্র ইত্তেহাদের যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য তিনিই জবাবদিহী করিবেন।

(ঙ) সকল ব্যয়ের ভাউচারের স্বাক্ষর করা ও কোষাধ্যক্ষের সাথে যৌথ ভাবে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা।

(চ) ইত্তেহাদভূক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগাযোগ করা ও তাদের আব্দার অভিযোগ শ্রবন করে যথা সঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সহকারি সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতে পর্যায়ক্রমে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা।

(খ) ইত্তেহাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান।

(গ) সাধারণ সম্পাদকের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়ীত্ব সমূহ যথার্থভাবে আঞ্জাম দান।

কোষাধ্যক্ষ ঃ

(ক) সার্বক্ষনিক আয় বৃদ্ধির পন্থা উদ্ভাবন ও উহা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) হিসাব রক্ষকের কাছ থেকে যাবতীয় আয় ব্যয় ও অর্থের হিসাব গ্রহণ করা।

(গ) সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা।

(ঘ) মাসে একবার আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ করা ও ক্যাশ বহিতে স্বাক্ষর করা।

দপ্তর সম্পাদক ও সহকারি দপ্তর সম্পাদকঃ

(ক) ইত্তেহাদের সকল বিভাগের যাবতীয় রেকর্ড রেজিষ্টার ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন।

(খ) ইত্তেহাদের অর্ন্তভূক্ত মাদ্‌রাসা সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বধা সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতা করবেন।

পরিদর্শন ও সহকারী পরিদর্শন সম্পাদক

(ক) মাদ্‌রাসা সমূহের শিক্ষার মান যাছাইয়ের লক্ষ্যে মাদ্‌রাসা সমূহ পরিদর্শন পূর্বক তাহার রিপোর্ট ইত্তেহাদের দপ্তরে পেশ করা।

(খ) তালিমের মান উন্নয়নের জন্য চিন্তা ভাবনা ও কর্মপন্থা উদ্ভাবন ও নির্ধারণ এবং তাহা মাদ্‌রাসা সমূহে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা।

(গ) প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন ও প্রনয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা পাঠদানের সহজ ও অত্যাধুনিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠান সমূহে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রশিক্ষণ সম্পাদক ঃ

(ক) তারবিয়তের মানোন্নয়নের জন্য চিন্তা ভাবনা ও কর্মপন্থা উদ্ভাবন, ছাত্রদের নৈতিক মান, লেবাস-পোশাক, আমল আখলাক, চিন্তা-চেতনার উন্নয়নের জন্য করণীয় পন্থা নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট মাদ্‌রাসা সমূহে তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা।

(খ) মাদ্‌রাসা সমূহের তালিম তারবিয়তের মান এবং মাদ্‌রাসা প্রশাসনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক কর্মচারী প্রশিক্ষণ, ইনিষ্টিটিউট, সাময়িক কর্মশালা, সেমিনার ও আলোচনা সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

প্রশাসনিক সম্পাদক ঃ

(ক) অত্র ইত্তেহাদের সকল বিভাগের কার্যক্রমের তদারক করা, এবং সকল বিভাগের কর্মকর্তা, দায়িত্বশীলদের কর্মদক্ষতা, কর্মে অবহেলা ও আচার আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক ফাইলে রিপোর্ট সংরক্ষণ করা।

(খ) কর্মকর্তা ও দায়ীত্বশীলদের মাঝে সম্প্রীতি স্থাপন, কোন বিষয়ে আপোসে মতবিরোধ দেখা দিলে তা নিরসণ করা।

(গ) শুরার যাবতীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করা, কমিটি সাব কমিটি, কমপ্লেক্স, ইনিষ্টিটিউশন পরিচালনা করা, সভা সমাবেশ, সম্মেলন, সেমিনার আহ্বান করা এবং তাহা বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক সকল কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঘ) ইত্তেহাদভূক্ত মাদ্‌রাসা সমূহের কোন শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দেখা দিলে তাদের ব্যাপারে প্রশাসনিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঙ) মাদ্‌রাসা সমূহ পরিচালনার নিমিত্ত দস্তুরুল মাদারিস প্রণয়ন ও সংশোধন এবং প্রশাসনিক বিধি বিধান প্রণয়ন ও সংশোধন করতঃ তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(চ) অত্র ইত্তেহাদের সকল বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান অত্র বিভাগের নিকট জবাবদিহী করবে।

তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক ঃ

(ক) দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা বিশেষ ভাবে দেশের সর্ব প্রকার তালিম তারবিরত সংক্রান্ত তথ্য মসজিদ মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

(খ) ইসলামের দুশমন ও বাতেল অপতৎপরতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

(গ) ইত্তেহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকারের গুরুত্বপূর্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

(ঘ) বিভিন্ন প্রকারের পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা সংগ্রহ ও পত্রিকায় প্রকাশিত ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

(ঙ) উল্লেখিত সকল বিষয় সমূহ সার্বক্ষনিক ইত্তেহাদকে অবহিত করা।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ

(ক) ইত্তেহাদের উদ্দ্যেশাবলী, কর্মসূচি ও কার্যাবলী প্রচার করা।

(খ) পুস্তক-পুস্তিকা, লিফলেট প্রকাশ ও প্রচার করা।

(গ) ইত্তেহাদে অর্ন্তভূক্তির দাওয়াত, অন্তর্ভূক্তির নিয়মাবলী ও শর্তাবলী প্রচার করা। পত্রিকায় ইত্তেহাদের খবরদী প্রচারের ব্যাবস্থা করা।

(ঘ) ইত্তেহাদের যাবতীয় কাগজপত্র, ঘোষনাপত্র, গঠনতন্ত্র, অনুমোদিত পুস্তক প্রকাশ ও পাঠ্যসূচীর অন্তভূক্ত বই-পুস্তক ও কিতাবাদী মুদ্রণ ও প্রকাশ ও প্রচার করা।

সহকারি প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ

(ক) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকে সার্বক্ষনিক পরামর্শ ও সহযোগিতা দান।

(খ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সমূহ যথার্থভাবে আঞ্জাম দান।

সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ

(ক) সমাজের কল্যাণ সাধন এবং ইত্তেহাদ কর্তৃক গৃহীত সমাজ কল্যাণ মূলক কর্মসূচী সমুহ বাস্তবায়ন করা।

(খ) আর্তমাবতার সেবা, চিকিৎসা, নিরক্ষতা ও মুর্খতা দূরীকরণের প্রচার ও বাস্তবায়ন, সমাজের জন্য কল্যাণকর যে কোন কাজের প্রতি জনগনকে উৎসাহ দান ও পথ প্রদর্শণ করা।

(গ) আর্তপীড়িত মানুষের কল্যাণে তহবিল গঠন করতঃ তাদের সেবা দান করা। মাদ্‌রাসা সমূহের মাধ্যমে যা সম্পাদন করা সম্ভব, তৎপ্রতি মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষকে আকৃষ্ঠ করণের চেষ্টা করা।

(ঘ) সমাজের সর্বস্তরে দ্বীনি দাওয়াত পৌছাবার উদ্যোগ গ্রহণ, মাদ্‌রাসার ছাত্র শিক্ষকদের দাওয়াতী চেতনার মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রককে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) হক্কানী ওলামায়েকেরামের মাধ্যমে ওয়াজ ও ইরশাদের ব্যবস্থা করা, হক্কানী পীরের হাতে বাইয়াত হবার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। সমকালীন বাতিল সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করা, তাদের খপ্পর থেকে বেচে থাকার জন্য জনগণকে সতর্ক করা।

অত্র ইত্তেহাদের একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন বিভাগ থাকবে ঃ

উক্ত বিভাগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

(ক) ইত্তেহাদের অর্ন্তভূক্ত মাদ্‌রাসা সমুহের নির্ধারিত জামাত সমুহের পরীক্ষা গ্রহন, এর জন্য পরীক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন, বেতাকা প্রদান করা।

(খ) প্রশ্নপত্র তৈরী, নেগরান নির্ধারণ, খাতা কাটার জন্য মুমতাহিন নির্বাচন, পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমতি দান, পরীক্ষা কেন্দ্র প্রত্যাহার, ফলাফল সংরক্ষণ মার্কশীট ও সনদ প্রদান।

(গ) পরীক্ষার্থীদের কিসের হার নির্ধারণ, পরীক্ষার মনোন্নয়ন, পরীক্ষায় দুর্নিতিদমনের যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহন করা

(ঘ) পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রে সমুহে পরিদর্শক প্রেরণ ইত্যাদি এই বিভাগের দায়িত্ব করে গন্য হবে।

ব্যাংক একাউন্ট ও অর্থ সংরক্ষন

(ক) ইত্তেহাদের যাবতীয় অর্থ একটি স্বীকৃত ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

(খ) হিসাব রক্ষক সর্বোচ্চ ২০০০/- টাকা নিজ দ্বায়ীতে রাখতে পারবেন। তদুর্ধ পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা রাখবেন।

(গ) ব্যাংক একাউন্ট সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। তবে সাধারণ সম্পাদক ও যে কোন একজনের স্বাক্ষরে টাকা উঠানো যাবে।

(ঘ) সভাপতির অনুমোদন ব্যতিত সাধারণ সম্পাদক ইত্তেহাদের তহবিল হইতে অনুর্ধে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা খরচ করতে পারবেন। তৎউর্ধে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে খরচ করা যাবে। তৎউর্ধে খরচ করতে হলে, মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হবে।

সদস্যপদ বিলুপ্তি

(ক) সভাপতির পদ সহ কোন সদস্য একাধিকক্রমে তিন মিটিংয়ে পূর্ব ইনফরমেশন ব্যতীত অনুপস্থিত থাকলে এবং উহার কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গন্য হবে।

(খ) কোন সদস্যের ইত্তেহাদের আদর্শ/ শরিয়ত বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হলে কিংবা দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কারণ উল্লেখ করে লিখিত অনাস্থা প্রকাশ করলে তা মজলিসে শুরায় পেশ করতে হবে। মজলিসে শুরা উক্ত অভিযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করে দিতে পারবেন।

(গ) কোন সদস্য স্ব-ইচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং মজলিসে শুরা কর্তৃক তা অনুমোদিত হলে উক্ত সদস্যের পদ বাতিল বলে গন্য হবে।

(ঘ) উপরোক্ত যে কোন পদ শূন্য হয়ে পড়লে কিংবা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে মজলিসে শুরা নতুন কোন লোককে উক্ত পদে মনোনিত করতে পারবে।

ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল ক্বাওমিয়া ভোলা এর অর্ন্তভূক্তির নিয়মাবলী ঃ

০১. ইত্তেহাদ কর্তৃক অর্ন্তভূক্তির আবেদন ফরম পূরণ করে ইত্তেহাদের দপ্তরে জমা দিতে হবে।

যা যা পূরণ করে ইত্তেহাদের দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(ক) অর্ন্তভূক্তির আবেদন ফরম।
(খ) মাদ্‌রাসার তথ্য বিবরণী ফরম ।
(গ) ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যার বিবরণী ফরম ।
(ঘ) মাদ্‌রাসার ভূ-সম্পতির তথ্য বিবরণী ফরম ।
(ঙ) মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির বিবরণী ফরম ।
(চ) মাদ্‌রাসার শুরা কমিটির বিবরণী ফরম ।
(ছ) মাদ্‌রাসার শিক্ষক সংখ্যার বিবরণী ফরম ।
(জ) নেসাব নামা (পাঠ্য সূচির) বিবরণী ফরম ।

দস্তুরুল মাদারিস

(ইত্তেহাদ ভূক্ত মাদ্‌রাসা পরিচালনা নীতিমালা)

মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ সমূহ

(ক) মজলিসে শুরা (উপদেষ্ঠা পরিষদ)

(খ) মজলিসে আমেলা (কার্যকরি পরিষদ)

(গ) মজলিসে ইলমী (শিক্ষা পরিষদ)

(ঘ) মজলিসে উমূমী (সাধারণ পরিষদ)

পরিষদ সমূহের সদস্যগণের শর্তাবলী

(ক) আহলুস্‌সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদায় বিশ্বাসি ও হানাফি মাযহাবের অনুসারি দ্বীনদার পরহেযগার হবে।

(খ) মাদ্‌রাসার উন্নয়নের ব্যাপারে নিষ্ঠবান ও দরদী হবে। মাদ্‌রাসার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক সমর্থন থাকবে।

(গ) ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ও ধর্ম প্রদর্শিত পথে জীবন-যাপনে আগ্রহী হতে হবে।

(ঘ) মাদরাসার সার্বিক উন্নয়নে সর্বাঙ্গিন সহযোগি হবে।

পরিষদ সমূহের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(১.) মজলিসে শুরা ঃ (উপদেষ্ঠা পরিষদ) মজলিসে শুরা হবে নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা সম্পন্ন উচ্চ ক্ষমতার অধিকারি পরিষদ।

এই পরিষদের দায়ীত্ব হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মাদ্‌রাসার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়নের জন্য সংবিধান তৈরী করা।

(খ) মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ, পদচ্যুত, অব্যহতি বা পদোন্নতি, বেতন ভাতা ধার্য, বৃদ্ধি, সকল পদ ও দায়িত্ব পরিবর্তন করা অথবা বহাল রাখা।

(গ) উপদেষ্ঠা পরিষদ তার আওতাধীন পরিষদ সমূহের দায়েরকৃত রিপোর্টের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে তাহা আনুমোদন করা।

(ঘ) মাদ্‌রাসার আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ পরিদর্শন করা ও অডিট করে তাহা অনুমোদন করা।

(২.) মজলিসে আমেলা (কার্যকরি পরিষদ) উক্ত পরিষদ মজলিসে শুরার আওতাধীন পরিষদ।

এই পরিষদের দায়ীত্ব হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মাদ্‌রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকরি কমিটি মাদরাসার অভিবাবক হিসাবে গন্য হবেন এবং মজলিশে শুরার দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে মাদরাসা পরিচালনা করবেন।

(খ) অত্র কমিটি মাদ্‌রাসাকে দেওবন্দি মাছলাকের আলোকে পরিচালনা এবং মাদ্‌রাসার কল্যাণ উন্নতি, ও অগ্রগতির লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দিবেন এবং তাহা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

(গ) মাদ্‌রাসার যে কোন সমস্যা সমাধানের তড়িৎ উদ্যোগ গ্রহন সহ মাদ্‌রাসার আর্থিক উন্নয়নের সকল কার্যাদি সম্পাদনের কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

(ঘ) মাদ্‌রাসার গৃহদি নির্মাণ, আসবাবপত্রের যোগানদান, শিক্ষক/ও কর্মচারিদের বেতন ভাতা পরিশোধ ও আবাসিক ছাত্রদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩.) মজলিসে ইলমী (শিক্ষা পরিষদ)

(ক) শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবিধান তৈরি করবেন।

(খ) শিক্ষার মানকে উন্নত ও বেগমান করার লক্ষ্যে পাঠ্য সূচিতে সংশোধন ও সংযোজন করে যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র গঠনের প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রকাশ থাকে যে, মাদ্‌রাসার মুহ্‌তামিম সাহেব মাদ্‌রাসার মজলিসে শুরা (উপদেষ্ঠা পরিষদ) মজলিসে আমেলা (কার্যকরি পরিষদ), মজলিসে ইলমী (শিক্ষা পরিষদ) উক্ত তিনো পরিষদের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করবেন।

পরিচালনা পরিষদের সদস্য পদ বাতিল ও সদস্য শূর্নপদ পূরন ঃ

(ক) সভাপতির পদ সহ কোন সদস্য একাধিকক্রমে তিন মিটিংয়ে পূর্বে অবহিত ব্যতীত অনুপস্থিত থাকলে এবং উহার কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গন্য হবে।

(খ) কোন সদস্য স্ব-ইচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং পরিষদ কর্তৃক তা অনুমোদিত হলে উক্ত সদস্যের পদ বাতিল বলে গন্য হবে।

(গ) সভাপতির পদ সহ কোন সদস্যের নিকট হতে মাদ্‌রাসার আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং মাদরাসার নীতিমালা পরিপন্থি কোন কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে স্ব-স্ব পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে তাহার সদস্য পদ বাতিল বলে গন্য হবে।

(ঘ) সভাপতির পদ সহ কোন সদস্যের দ্ধারা মাদ্‌রাসার ক্ষতিকর কোন কাজ পরিলক্ষিত হলে অথবা ভবিষ্যতে ক্ষতির কোন আশংকা থাকলে সে ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসার উন্নতিকল্পে স্ব-স্ব পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে তাহার সদস্য পদ বাতিল বলে গন্য হবে।

(ঙ) উপরোক্ত যে কোন পদ শূন্য হয়ে পড়লে কিংবা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কোন লোককে উক্ত পদে মনোনিত করতে পারবে।

(আলহাজ্ব মাওঃ মোঃ আনাছ)
ছদর/সভাপতি
ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল
ক্বাওমিয়া ভোলা

(আলহাজ্ব মাওঃ বশির উদ্দিন)
নাজেম/সাধারণ সম্পাদক
ইত্তেহাদু ওলামাইল মাদারিছিল
ক্বাওমিয়া ভোলা

ইত্তেহাদের সীল